কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

# রণজয়ের শহর - অভিযান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

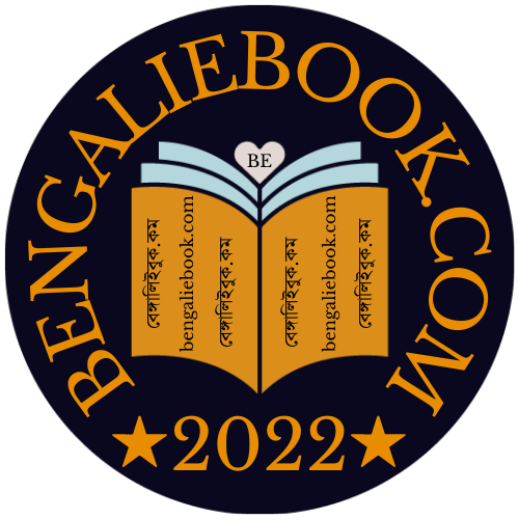

# রণজয়ের শহর-অভিযান

ঘুম থেকে উঠে একটা মস্ত হাই তুলে রণজয় বলল, ধুৎ আর এই জঙ্গলে থাকতে ভালো লাগে না। দিনের পর দিন একই রকমের সবকিছু একঘেয়ে হয়ে গেছে।

গুটুলি একটু দূরে বসে একটা ছুরি নিয়ে পেয়ারা গাছের ডাল কেটে-কেটে একটা গুলতি বানাচ্ছিল। সে মুখ তুলে জিগ্যেস করল, জঙ্গল ছেড়ে কোথায় যাবে?

রণজয় বলল, শহরে গিয়ে সিনেমা দেখব, ফুটবল ম্যাচ দেখব। দোকানের চা আর সিঙ্গারা খাব! ওঃ, কতদিন যে গরম-গরম সিঙাড়া খাইনি!

গুটুলি তুমি তো শহরে যেতে পারবে না। আমি বরং তোমার জন্য সিঙাড়া এনে দিতে পারি। আর আমি সিনেমা দেখে এসে তোমাকে সেই গল্পটা শোনাতে পারি। রণজয় চোখ বড় বড় করে বলল, তুই সিনেমা দেখবি, আর আমি সেই গল্প শুনব? মারব এক গাট্টা! কেন, আমি শহরে যেতে পারব না কেন রে?

গুটুলি বলল, তুমি আট ফুট লম্বা মানুষ, আর তোমার গায়ের রং ফাউন্টেন পেনের কালির মতোন নীল। তোমাকে দেখলেই যে সবাই সবাই দৈত্য ভাববে!

রণজয় বলল, দৈত্য আবার কী? আজকালকার দিনে দৈত্য বলে কিছু আছে নাকি? মানুষ হঠাৎ বেশি লম্বা হয়ে যেতে পারে না? শহরে কি এমন কিছু নিয়ম  করা আছে যে এর বেশি লম্বা লোক সেখানে যেতে পারবে না?

গুটুলি বলল, তুমি শুধু-শুধু আমাকে ধমকাচ্ছ কেন, ওস্তাদ? আমি কি কোনও শহরের মালিক? এর আগে তুমি আর আমি শহরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি দু-একবার, লোকে ভয় পেয়ে পালিয়েছে, মনে নেই? শহরের লোকরা শুধু মাঝারি মাপের মানুষ পছন্দ করে।

তুমি বেশি লম্বা হলে তোমাকে দেখে ভয় পায়, আর আমি খুব বেঁটে বলে আমার মাথায় সবাই চাটি মারে।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, এবার আমরা একটা বেশ বড় শহরে যাব। লোকে ভয় পেলে আমি তার কী করতে পারি। আমি তো ইচ্ছে করে কারুকে ভয় দেখাচ্ছি না, কারুর কোনও ক্ষতিও করছি না।

গুটুলি তবু বলল, কী দরকার ঝামেলার মধ্যে গিয়ে! এই জঙ্গলে তো আমরা বেশ আছি।

রণজয় দুহাত দিয়ে গুটুলিকে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড চিৎকার করে বলল, আমার ভালো লাগছে না। আমার ভালো লাগছে না! আমার কিছু ভালো লাগছে না!

সেই আওয়াজে গুটুলির কান ফেটে যাওয়ার জোগাড়। সে দুহাতে কান চেপে ধরল।

সন্ধে হয়ে এসেছে, একটু পরেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে। এর পর সারারাত ধরে এখানে করার কিছুই থাকে না। রণজয় দিনের বেলা লম্বা ঘুম দিয়েছে, রাত্তিরে তার ঘুমও আসবে না।

রঘু নামে যে ডাকাতটা ওদের রান্নাবান্না করে দিত, সে দিন সাতেক আগে পালিয়েছে। রঘুর যে গ্রামে বাড়ি, সেই গ্রামটা চেনে গুটুলি। ইচ্ছে করলেই তাকে আবার ধরে আনা যায়। কিন্তু রণজয় আর উৎসাহ বোধ করেনি। ধরে আনলেও সে আবার পালাবার চেষ্টা করবেই। ডাকাত কখনও রান্নাবান্নার কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

গুটুলিকে কাঁধের ওপর বসিয়ে রণজয় লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করল। শুকনো পাতার ওপর মচরমচর শব্দ হতে লাগল। রণজয়ের পায়ের আওয়াজ পেলে হিংস্র প্রাণীরাও ভয়ে দূরে সরে যায়। একদিন একটা চিতাবাঘ রণজয়ের সামনে এসে পড়েছিল, তার পরেই কী জোর দৌড় লাগাল লেজ গুটিয়ে! যেন একটা ভীতু নেড়ি কুকুর!

এই জঙ্গলের প্রায় মাঝখান দিয়েই একটা হাইওয়ে চলে গেছে। সেটা রণজয় চেনে। রাত্তিরের দিকেও সেই রাস্তা দিয়ে অনেক ট্রাক যায় নানারকম মালপত্র নিয়ে। একবার রণজয় সেইরকম একটা চলন্ত ট্রাক থেকে একটা বস্তা তুলে নিয়েছিল। সেই বস্তাটায় ভর্তি ছিল আলু। রণজয় অনেকদিন আলুসেদ্ধ খায়নি, সেই বস্তাটা পেয়ে তার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। পরপর তিন-চার দিন আলুসেদ্ধ খাওয়া হল। তারপর আর একদিন রণজয় আর একটা বস্তা তুলে নিল, সেটাতে কিন্তু ছিল লোহালক্কড়! আর একটা বস্তায় পেল সিমেন্ট! আলুর বস্তা আর পায়নি।

সেই রাস্তাটার কাছাকাছি এসে গুটুলি বলল, ওস্তাদ, শহর কত দূরে তার তো কোনও ঠিক নেই। সারারাত ধরে হাঁটবে নাকি? পায়ে ব্যথা হয়ে যাবে না?

রণজয় বলল, হেঁটে না গেলে, কে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে যাবে?

গুটুলি বলল, কোনও লরির ড্রাইভারকে অনুরোধ করলেই তো হয়। সব লরি নিশ্চয়ই শহরে যায়?

রণজয় বলল, আমরা অনুরোধ করলেই শুনবে?

গুটুলি বলল, তুমি একটা লরি থামাও। আমি কথা বলব!

বড় রাস্তাটার পাশে একটা পাথরের আড়ালে ওরা দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। পরপর দুটো মারুতি আর ফিয়াট গাড়ি গেল, কিন্তু কোনও লরির দেখা নেই। যেদিন যেটা দরকার, সেটা কিছুতেই পাওয়া যাবে না। ছোট গাড়িতে বসতেই পারবে না রণজয়, তার বাস কিংবা লরি দরকার।

দু-ঘণ্টা দাঁড়াবার পর রণজয় যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে তখন দূরে দেখা গেল এক জোড়া জোরালো হেডলাইট। হ্যাঁ, এবার একটা ট্রাক আসছে বটে।

ট্রাকটা ফাঁকা, পেছনে কোনও মালপত্র নেই, তাই আসছে খুব স্পিডে। রণজয় রেডি হয়ে রইল। কাছে আসতেই সে লম্বা হাত বাড়িয়ে পেছনটা চেপে ধরল।

কিন্তু সে ধরে রাখতে পারল না। হঠাৎ বাধা পেয়ে ট্রাকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, ইঞ্জিনে আঁআঁ শব্দ হতে লাগল, আবার হুস করে বেরিয়ে গেল।

রণজয় আপশোসের সঙ্গে বলল, যাঃ।

ট্রাকের ড্রাইভারটি কিছু বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ট্রাকটার এইরকম ব্যবহারে চিন্তিত হয়ে সে একটু দূরে গিয়ে ব্রেক কষল। তারপর নেমে দেখতে এল চাকাগুলো।

ড্রাইভারটা টর্চ জ্বেলে নিচু হয়ে চাকা দেখছে, অল্প বয়েসি ক্লিার ছেলেটি তার সঙ্গে নেমেছে। রণজয় কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে জিগ্যেস করল, এই, এত দেরি করলি কেন রে? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ক্লিনার ছেলেটি মুখ তুলে রণজয়ের সেই বিশাল মূর্তি দেখেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ভূ-ভূ-ভূ বলতে-বলতে মারল টেনে দৌড়। মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

ড্রাইভারটি সর্দারজি, সে এত সহজে ভয় পেল না, সে একলাফে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে কোমর থেকে টেনে বার করল কৃপাণ।

রণজয় বলল, আরে, এ দেখছি ওই পুঁচকে একটা ছুরি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে চায়।

এবার গুটুলি রণজয়ের আড়াল থেকে সামনে এসে বলল, সর্দারজি, বাঁচে গা, না মরে গা?

এবার সেই সর্দারজির চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। একবার সে প্রকাণ্ড চেহারার রণজয়কে দেখল, আবার দেখল একরত্তি চেহারার গুটুলিকে।

গুটুলি বলল, ও সর্দারজি, তুমি লড়াই করলে মর যায়েগা আর লড়াই না করলে বাঁচে গা!

সর্দারজি তবু কৃপাণটা উঁচিয়ে ধরে রইল।

গুটুলি বলল, ছুরি খাপ মে রাখ দেও। হামলোগ ভূত না মানুষ। তুমি আমাদের শহরে পৌঁছে দেবে?

সর্দারজি এবার কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, মানুষ।

রণজয় বলল, হারে বাবা, মানুষ! একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছি, তাতে কী হয়েছে? আমাদের কথা শুনে চল, তাহলে তোমার কোনও ভয় নেই।

গুটুলি বলল, তোমার শাকরেদটি কোথায় ভয়ে পালাল? ডাকো তাকে।

রণজয় ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে পড়ে বলল, ওঃ, কতদিন পরে গাড়িতে চাপছি। আমিও যে একসময় একটা ভদ্দরলোকের বাড়ির ছেলে ছিলাম, তা ভুলেই যাচ্ছিলাম প্রায়। একেবারে জংলি হয়ে গেছি!

গুটুলি আর সর্দারজি মিলে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল ক্লিনারটিকে। কিন্তু তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না।

এবার সর্দারজি উঠে বসে রণজয়কে আবার ভালো করে দেখল। হাত বাড়িয়ে রণজয়ের গায়ে আঙুল ঘষল একবার। রং করা হয়নি, রণজয়ের গায়ের চামড়া সত্যিই ঘন নীল। মুখখানা নীল।

ড্রাইভারটি জিগ্যেস করল, এইসা ক্যায়সে হুয়া।

রণজয় বলল, সে অনেক লম্বা গল্প? তোমাকে চট করে বোঝানো যাবে না।

ড্রাইভারটি বলল, কুছ দাওয়াই খাকে হুয়া? হামকো দেও। আমার শরীরটাও তোমার মতন করে দাও।

রণজয় হেসে বলল, ওরে গুটুলি, ও যে আমার মতোন হতে চায়।

গুটুলি ড্রাইভারটির দাড়িওয়ালা থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, অত সোজা নয়, চাঁদু। এবার গাড়ি স্টার্ট দাও তো। গাড়িটা চলতে শুরু করার পর রণজয় বলল, ওরে গুটুলি, এরকম একটা নেংটি পরে শহরে যাব কী করে? শহরে সেজে-গুঁজে যাওয়া উচিত, তাই না? আগে একটা পোশাকের দোকানে যেতে হবে।

গুটুলি বলল, তোমার মাপের কোনও জামা-প্যান্ট কি কোনও দোকানে পাওয়া যাবে? দর্জি দিয়ে বানাতে হবে। আমার কোনও অসুবিধে নেই। যে কোনও দোকানেই বাচ্চাদের পোশাক পাওয়া যায়। সাত-আট বছরের ছেলেদের জামা আগার গায়ে লেগে যায়।

রণজয় বলল, আমি দর্জি দিয়ে জামা-প্যান্ট বানাব। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে জুতো বানাব। আমি মোটেই আর জংলি সেজে থাকতে পারব না।

গুটুলি মুচকি হেসে জিগ্যেস করল, পয়সা কোথায় পাবে?

রণজয় বলল, ইচ্ছে করলেই তো আমি যে কোনও ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি।

সর্দারজি চমকে উঠে বলল, ব্যাঙ্ক লুট? হাঁ-হাঁ, ইয়ে তো আচ্ছা বাত হয়। আগে একটা ব্যাঙ্কে নিয়ে যাব তোমাদের? রণজয় বলল, না! ইচ্ছে করলে ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি বলেছি, কিন্তু করব না। আমি টাকা রোজগার করব! শহরে কতরকম কাজ থাকে।

সর্দারজি বলল, হাঁ-হাঁ, আমি আপনাদের কাজ দেব!

ট্রাক চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশ। আকাশে আজ চাঁদ নেই।

খানিকক্ষন চুপ করে থাকার পর রণজয় বলল, জানিস গুটুলি, আমি মহাশূন্যে অনেকগুলো গ্রহ ঘুরেছি। কতরকম রকেট চালিয়েছি। অথচ আমি গাড়ি চালানো শিখিনি। আমি ইন্টার-গ্যালাকটিক মিসাইল চালাতে পেরেছি, আর এইরকম একটা ট্রাক চালাতে পারব না?

গুটুলি বলল, চেষ্টা করে দেখো না। পারতেও পারো।

ঠিক বলেছিস তো। কখনও চেষ্টা করে দেখিনি। একবার চেষ্টা করতে দোষ কী? সর্দারজিকে সরে বসতে হল।

সর্দারজি, ব্রেক কষো! আমি একবার চালিয়ে দেখব! সর্দারজি প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চায় না। তখন রণজয় জোর করে সর্দারজির পা-দুটো তুলে দিল ওপরে। নিজেই ব্রেকে একটা লাথি কষাল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ট্রাক। সর্দারজিকে পাঁজাকোলা করে তুলে পাশে সরিয়ে দিয়ে রণজয় নিজে বসল স্টিয়ারিং- এ।

তারপর বলল, দেখে নিয়েছি, এটা সুইচ, এটা গিয়ার, আর এটা অ্যাকসিলারেটার! আর ব্রেক তো সবাই চেনে। যে পাইলট প্লেন চালায়, সে কি গাড়ি চালাতে পারবে না? জয় মা কালী! দেখা যাক কী হয়!

সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিতেই একটা ট্রাকটা হঠাৎ বিরাট জোরে ছুটতে শুরু করল।

সর্দারজি আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, রোকো! রোকো! মর যায়গা!

রণজয় অ্যাকসিলারেটারের ওপর পা আলগা করে বলল, প্রথমেই বেশি স্পিড হয়ে গেছে, এই তো? কমিয়ে দিচ্ছি! সেকেন্ড গীয়ার, থার্ড গীয়ার, ব্যস! এবার ঠিক আছে?

সত্যিই এবার ট্রাকটা বেশ স্বাভাবিকভাবে চলছে।

গুটুলি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রণজয় বলল, গাড়ি চালানো তাহলে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। ব্যস, এবারে শহরে গিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করাব, কাজ করে টাকা রোজগার করব, সিনেমা দেখব, সিঙাড়া-কচুরি খাব, গাড়ি নিয়ে বেড়াব ।

এর পর রণজয়ই ট্রাকটা চালাতে লাগল, সর্দারজি তাকে বলতে লাগল ডান দিকে না বাঁ-দিকে যেতে হবে।

প্রায় রাত একটার সময় দেখা যেতে লাগল পাকা বাড়ি-ঘর। অনেকটা শহরের মতন।

সর্দারজি বলল, এখানে থামবে। এখানে আমার ট্রাকে ডিজেল ভরে নিতে হবে। আমার চেনা একজনের পেট্রল পাম্প আছে। সেখানে ভালো খানাপিনা হবে।

রণজয় বলল, তা থামা যেতে পারে।

গুটুলি বলল, খিদেও পেয়েছে বেশ!

পেট্রল পাম্পের পাশে ট্রাকটা থামাবার পর সর্দারজি বলল, আপলোগ আগে বসুন। আমি পাম্পের মালিকের সাথে বাতচিত করে আসি। প্রথমেই আপনাকে দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।

রণজয় বলল, সেটা ভালো কথা!

সর্দারজি নেমে ভেতরে চলে গেল।

পেট্রল পাম্পের পেছনের দিকে একটা লম্বা গুদামের মতন বাড়ি। কাছাকাছি আরও কয়েকটা দোকান রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখন বন্ধ। চতুর্দিক নিঝুম।

একটু পরেই সর্দারজির সঙ্গে দু-তিনজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। তাদের মধ্যে একজনের পেটমোটা পিপের মতন চেহারা। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, কোথায়? কোথায় রে দৈত্য?

সর্দারজি ট্রাকের দরজা খুলে বলল, নেমে আসুন, বাবুজি।

রণজয় নেমে দাঁড়াতেই সবাই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। অন্যদের একজনের হাতে একটা রাইফেল, অন্য একজনের হাতে একটা শাবল।

রণজয় বলল, নমস্কার।

গুটুলিও তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার।

পেটমোটা লোকটি বলল, ওরে বাবা! সত্যিই যে দেখছি দৈত্য! আট ফুট কী বললে সর্দারজি, তার চেয়ে বেশি লম্বা মনে হচ্ছে!

রণজয় যতদূর সম্ভব গলার আওয়াজ নরম করে বলল, আজ্ঞে, আমার হাইট আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি। কিন্তু আমি দৈত্য নই। একটা বিশেষ কারণে আমার চেহারাটা বদলে গেছে! আমি লেখাপড়া জানি, ভদ্রঘরের সন্তান।

পেটমোটা লোকটি বলল, ঠিক মানুষের মতনই তো কথা বলে।

রণজয় আবার বলল, আমরা সত্যিই মানুষ! আমরা আপনাদের কোনও ক্ষতি করব না। এই আমার বন্ধু গুটুলি, তার চেহারা ছোট হলেও বুদ্ধি ছোট নয়।

সর্দারজি বলল, ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন। খানা তৈরি। এই শেঠজি আপনাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন।

পেটমোটা শেঠজি বলল, হাঁ-হাঁ, আসুন! খানা খেয়ে লিন।

এর পর রণজয় আর গুটুলির জন্য খাতির-যত্নের ধুম পড়ে গেল। লম্বা গোডাউনের মতন বাড়িটা একটা সিনেমা হল। সেটারও মালিক ওই শেঠজি। তার আরও অনেক ব্যবসা আছে। একটা সার্কাস কোম্পানিও আছে তাঁর।

গরম-গরম রুটি আর আলুর তরকারি খেতে দেওয়া হল ওদের। গুটুলি খেল তিনখানা রুটি, রণজয় পঁয়ষট্টিটা রুটি শেষ করার পর বলল, আর পারছি না। পেট ভরে গেছে।

খেতে-খেতে রণজয় ওদের কাছে নিজের গল্প শোনাল। কী করে অন্য গ্রহের প্রাণীরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কী করে শরীরটা এভাবে বদলে গেল।

রণজয় শহরে এসে থাকতে চায় শুনে শেঠজি বলল, আপনারা দুজন আমার এখানেই থাকুন। আমি চাকরি দেব। প্রত্যেকদিন পেট ভরে খাবার পাবেন।

রণজয় খুব খুশি হয়ে বলল, বাঃ, তবে তো খুব ভালো। আপনি যা কাজ বলছেন, সব করে দেব। আর রোজ-রোজ সিনেমা দেখব। এখানে সিনেমা কটার সময় শুরু হয়?

শেঠজি বলল, সিনেমা দেখবেন? এখুনি চালিয়ে দিচ্ছি। শুধু আপনাদের দুজনের জন্য। যত ইচ্ছে সিনেমা দেখুন না!

সত্যি-সত্যি সেই রাত্তিরেই সিনেমা চালু হয়ে গেল। দর্শক মাত্র দুজন। হল অন্ধকার, পরদায় ফুটে উঠল একটা বিদেশি ছবি। বিকট গেরিলার মতন একটা প্রাণী জাপানের একটা শহর আক্রমণ করেছে। প্রথম থেকেই মারামারি।

রণজয় তবু লেখাপড়া শিখেছে। সে এইসব বিদেশি সিনেমাও একসময় দেখেছে কিছু কিছু। গুটলি ঘামের যাত্রা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি কখনো। সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম।

সে প্রথম-প্রথম দারুণ উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগল। সিনেমার পরদায় যখন আকাশের একটা প্লেন ভেঙে পড়ছে সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভয়ের চোটে।

কিন্তু বেশিক্ষণ তার উৎসাহ রইল না। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। রণজয় দু-তিনবার ঠেলা দিয়ে তাকে জাগাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হল না। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না গুটুলি।

রণজয় একাই দেখতে লাগল সিনেমা। অনেকদিন পর সে সত্যিকারের আনন্দ পাচ্ছে।

রণজয় এমনই মন দিয়ে সিনেমা দেখছিল যে পেছনে কোনও পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। হঠাৎ একটা মোটা শেকল এসে পড়ল তার বুকের ওপর। তারপর কেউ সেটা টেনে তার গলা বেঁধে ফলল।

চার-পাঁচজন লোক ঘিরে ধরল রণজয়কে।

পেটমোটা শেঠজী লাফাতে লাফাতে বলল ফেলো। পা বেঁধে ফেলো। পালাতে পারে।

সরু গোঁফওয়ালা একজন লোক বলল, এ তো গোরিলাদের চেয়েও অনেক লম্বা। ভালো খেলা দেখানো যাবে।

রণজয় দারুণ দুঃখের গলায় বলল, এ কী শেঠজি, বাঁধলেন কেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?

শেঠজি বলল, ডেঞ্জারাস অ্যানিমাল। তোমাকে ছেড়ে রাখা যায়।

রণজয় বলল, অ্যানিমাল? আমি মানুষ! আমি বললাম, আমি আপনার এখানে চাকরি করব। আপনি তখন রাজি হলেন।

শেঠজি বলল, চাকরি তো করবেই। তুমি আমার সার্কাসের দলে চাকরি করবে। তোমাকে খাঁচায় ভরে রাখব। হাজার-হাজার লোক তোমাকে টিকিট কিনে দেখবে।

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি বলল, এ তো মানুষের মতন কথাও বলে। একে বেশি কিছু শেখাতেও হবে না।

রণজয় তার দিকে ফিরে বলল, আমি মানুষ, মানুষের মতন কথা বলব না? আমি লেখাপড়াও শিখেছি।

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি বলল, বা-বাবা তাহলে তো আরও ভালো। ইংরেজি জানো?

শেঠজি বলল, আমাদের সার্কাস এবার কলকাতায় নিয়ে যাব। বিদেশে নিয়ে যাব। কথা বলা দৈত্য, ইংরেজি বলা দৈত্য, আর কেউ দেখাতে পারবে?

রণজয় গম্ভীরভাবে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন।

শেঠজি বলল, ছাড়া হবে না তোমায়, তোমায় বেঁধে রাখতেই হবে। এত বড় একটা প্রাণীকে খাঁচায় না রাখলে পুলিশ আপত্তি করবে। তোমার তো কোনও অসুবিধে নেই, পেট ভরে খেতে পাবে! পঞ্চাশখানা করে রুটি পাবে।

তারপর সে উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, আরে, সেই বাঁটকুলটা কোথায় গেল? ওকেও ধরো! ওকেও কাজে লাগানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে গুটুলির ঘুম ভেঙে গেছে। সে চেয়ারের তলায় লুকিয়ে পড়েছে।

গোঁফওয়ালা লোকটা নিচু হয়ে দেখে বলল, ওই যে, ওই যে, ইঁদুরের মতন পালাচ্ছে!

শেঠজি বলল, ধর, ধর, ধর, ওকে ধর!

রণজয় চেঁচিয়ে বলল, গুটুলি, তুই পালা। ধরা দিবি না! তিন-চারজন লোক মিলে তাড়া করে গেল গুটুলিকে। কিন্তু ধরা সহজ নয়, ইঁদুর-বিড়াল খেলার মতন গুটুলি এঁকে বেঁকে এদিক-ওদিক ছুটে ওদের হাত এড়িয়ে পালাচ্ছে। একবার তাকে দেখা যাচ্ছে না। আবার তাড়া খেয়ে সে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।

এরই মধ্যে কী করে যেন গুটুলি উঠে গেল স্টেজের ওপর। সিনেমাটা তখনও চলছে। পরদার সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল গুটুলি। দুজন লোক লাফিয়ে উঠে প্রায় তাকে ধরে ফেলল, টিকটিকির মতন তরতর উঠে যেতে লাগল একটা থাম বেয়ে। আর চঁচাতে লাগল, আমি পুলিশ ডাকব। পুলিশ ডাকব!

সরু গোফওয়ালা লোকটি রাইফেল তুলে আচমকা একটা গুলি করল সেদিকে।

শুধু শব্দ আর ধোঁয়া। গুটুলি ধুপ করে পড়ে গেল আর নড়ল না।

রণজয় ফ্যাকাশে গলায় বলল, মেরে ফেললে?

গোঁফওয়ালা বলল, ওই বেঁটেটাকে নিয়ে এতক্ষণ সময় নষ্ট হল। এই দৈত্যটাকে এক্ষুনি চালান করে দেওয়া উচিত।

রণজয় উঠেদাঁড়িয়ে কান্না-মেশানো গলায় বলল, মেরে ফেললে? বন্ধুকে তোমরা মেরে ফেললে? এবার আমি ছাড়ব না। তোমাদের আমি কোনও ক্ষতি করিনি। তোমরা আমাকে মানুষের মতন বাঁচতে দিতে চাও না।

দু-তিনবার ঝাঁকুনি দিতেই মটমট করে ছিঁড়ে গেল হাতের শিকল। সে গলার শিকলটা হাত দিয়ে টানতে লাগল।

গোঁফওয়ালা লোকটা বলল, সাবধান! এদিকে এক-পা এগোবে না। হাত দুটো মাথার ওপর তোলো!

রণজয় তাদের কথা গ্রাহ্য না করে তুলে মারতে গেল তাকে, তারপর সে একজনকে শূন্যে তুলে মারল এক আছাড়। সরু গোফওয়ালা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল! লোকটি বলল, মাথার ওপর হাত তোলো। নইলে তোমার বুকে গুলি করব। এক গুলিতে তুমি ছাতু হয়ে যাবে! শেঠজি বলল, মেরো, না, ওকে মেরো না! ওকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেক রোজগার হবে।

রণজয় সরু গোফওয়ালার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার বন্ধুকে মেরেছ। তোমাকে আমি শেষ করব।

গোফওয়ালা লোকটি ভয় পেয়ে দড়াম করে চালিয়ে দিল গুলি।

ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখা গেল রণজয় এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে প্রচণ্ড রাগে।

শেঠজি আর দু-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, গুলি লাগেনি!

রণজয় বলল, কোনও গুলি আমার শরীর ভেদ করতে পারে না।

তারপরেই যেন শুরু হয়ে গেল একটা প্রলয় কাণ্ড!

রণজয় এক-একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল ওই লোকগুলোর দিকে। ওরা ভয়ের চোটে হুড়োহুড়ি করে পালাতে গিয়েও আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জড়াজড়ি করে। রণজয় প্রত্যেককে তুলে-তুলে মাথা ঠুকে দিতে লাগল দেয়ালে।

||||||||| তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেও রণজয়ের রাগ কমল না। সে তবু ভাঙতে লাগল সব চেয়ার। সিনেমার পরদাটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। তারপর গুটুলির কাছে। গিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, হায়, হায়, প্রিয় বন্ধু, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে!

গুটুলি অমনি তড়াক করে উঠে বসে বলল, আমার গায়ে আসলে লাগেনি। আমি মটকা মেরে পড়েছিলাম।

রণজয় বলল, তুমি বাঁচে আছ! বাঁচালে আমাকে? তোমাকে ছাড়া আমি কী করে বাঁচতাম! কিন্তু এ কী হল? আমরা শহরে এলাম চাকরি করতে, আর এরা আমাকে খাঁচায় ভরে রাখতে চাইল?

গুটুলি বলল, শহর এরকমই। শহরে সবাই খাঁচার মধ্যেই থাকে। দেখছ না, বাড়িগুলোও কেমন খাঁচার মতন! চলো আমরা জঙ্গলেই যাই।

দুজনে বাইরে বেরুতেই দেখল, সেখানে বিরাট একটা ভিড় জমে গেছে!

সেই ট্রাক ড্রাইভার সর্দারজি অনেক লোককে জোগাড় করেছে এর মধ্যে। রণজয়কে দেখেই সে বলে উঠল, পাকড়ো, পাকড়া! গোরিলা! দৈত্য!

রণজয় দুহাত তুলে বলল, ভাইসব, ভয় নেই। আমি গোরিলাও না, দৈত্যও না। আমি কারুর কোনও ক্ষতি করব না।

অনেকে একসঙ্গে ইট-পাথর ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

রণজয় দু-তিনবার একই কথা বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ যেন তার কথা বুঝতেই পারছে না। রণজয় যখন চেঁচিয়ে কথা বলে, তখন মেঘের আওয়াজের মতন শোনায়।

জনতা এমন চাঁচামেচি করছে যে রণজয়ের কথা কেউ শুনছেই না। কয়েকটা পাথরের টুকরো লাগল গুটুলির মাথায়। তার কপাল ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল।

তখন রাগে অন্ধ হয়ে রণজয় একটা লম্বা বাঁশ তুলে নিয়ে বলল, আজ সবাইকে শেষ করব।

গুটুলি বলল, শুধু-শুধু মানুষ মেরে লাভ নেই, বন্ধু। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সে এক দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকটায়। রণজয়ও বাঁশ ফেলে এসে ড্রাইভারের সিটে বসল। সদারজি ছুটে এসে বলল, আরে, আরে, আমার ট্রাক নিয়ে ভাগছে! পাকড়ো, পাকড়োয়

রণজয় হাত বাড়িয়ে সর্দারজিকে এক ধাক্কা দিতেই সে ছিটকে পড়ে গেল অনেক দূরে।

ট্রাকটা এবার গর্জন করে বেরিয়ে গেল। কিছু লোক পেছন-পেছন ছুটে এসেও ধরতে পারল না।

কিছুদূরে এসে, ফাঁকা রাস্তায় পড়বার পর রণজয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গুটুলি বলল, দুঃখ করো না, বন্ধু। জঙ্গলই আমাদের ভালো।

রণজয় বলল, মানুষ কেন আমাদের দেখলেই মারতে আসে! শুধু চেহারার জন্য? আমরা কি কোনও দোষ করেছি?

গুটুলি বলল, দ্যাখো, জঙ্গলের পশু-পাখি, গাছ-পালা, তারা আমাদের ভালোবাসে, নদীর জলে তোমার আর আমার মুখের ছায়া পড়লেও নদী তো রাগ করে না।

রণজয় বলল, তা বলে কি আর আমরা কোনওদিন মানুষের সঙ্গে মিশতে পারব? চিরকাল জঙ্গলে নির্বাসনে থাকতে হবে?

গুটুলি চুপ করে গেল। দুজনেরই মন খারাপ। সর্দারজি আর শেঠজির কথায় তারা খুব বিশ্বাস করেছিল। ওরা যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, গুটুলিরা একবারও ভাবতে পারেনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ করে গাড়ি চালাল রণজয়। সে যে কোন রাস্তায় যাচ্ছে তা জানে না। যে-কোনও একটা দিকে গেলেই হল। কোথাও একটা গভীর বন দেখলে সেখানে থামবে।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। হঠাৎ রাস্তার ধারের একটা গ্রামের নাম লেখা বোর্ড দেখে রণজয় বলে উঠল, আরে!

গুটুলি বলল, কী হল?

রণজয় বলল, গুটুলি, আমার আর এই দেশে থাকতেই ইচ্ছে করে না। এখানে একবার একটা জায়গায় যাব। যদি সেখানেও খারাপ ব্যবহার পাই, তাহলে আর কোনওদিন এদেশে ফিরব না।

গুটুলি জিগ্যেস করল, এখানে কোন জায়গায়?

রণজয় বলল, এসোই না।

ট্রাকটা সে একটা ছোট রাস্তায় ঢোকাল। তারপর অনেকগুলো বাঁক ঘুরে সে এসে থামল একটা বাগানের ধারে।

ট্রাক থেকে নেমে রণজয় গুটুলির হাত ধরে নিয়ে এল একটা পুকুরপাড়ে। কাছেই একটা ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে ছোট্ট উঠোন, তার মাঝখানে তুলসিমঞ্চ।

রণজয় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই বাড়িটার দিকে।

গুটুলি জিগ্যেস করল, এটা কাদের বাড়ি?

রণজয় ধরা গলায় বলল, এই বাড়িতে আমি জন্মেছি। এখানে আমি বড় হয়েছি। এখান থেকেই অন্য গ্রহের মানুষরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কত কষ্ট করে আমি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আমার চেহারাটা বদলে গেছে। কেউ আমায় আর চিনতে পারেনি। সবাই আমাকে দেখে ভয় পায়। গ্রামের মানুষ আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আমার দাদা আমাকে চিনতে পারলেও বলেছিল, তুই এখান থেকে চলে যা, রণজয়। তুই দৈত্য হয়ে গেছিস। মানুষের মধ্যে তুই আর থাকতে পারবি না!

বাড়ি থেকে সাদা শাড়ি পরা একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন উঠোনে। তুলসিমঞ্চের কাছে দাঁড়ালেন।

গুটুলি জিগ্যেস করল, উনি কে?

রণজয় বলল, আমার মা। কত দিন পর মাকে দেখলাম। আমার চেহারা আরও বদলে গেছে। আমি দিন-দিন আরও বেশি লম্বা আর মোটা হচ্ছি? মুখখানাও অন্যরকম যাচ্ছে।

গুটুলি বলল, তা হলে তোমার মা-ও কি তোমাকে চিনতে পারবেন না? একবার কাছে গিয়ে দেখোই না!

রণজয় বলল, মা-ও যদি আমায় চিনতে না পারে। যদি আমাকে দেখে ভয় পায়, তা হলে জীবনে আর কোনও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। মানুষ দেখলেই খুন করব। সত্যি সত্যি দৈত্য হয়ে যাব!

রণজয় এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেল উঠোনে। তারপর ফিসফিস করে ডাকল, মা, মা!

মহিলাটি চোখ তুলে একবার সেই পাহাড়ের মতন চেহারাটা দেখেই ভয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা! এ কে? ওরে বাবারে!

রণজয় বলল, মা, মা, আমি খোকন!

মহিলাটি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে গিয়েও আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রণজয়ের মুখখানা ভালো করে দেখে, বললেন, খোকন? তুই আমার খোকন? কোথায় ছিলি? এতদিন?

মা ছুটে এসে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন রণজয়কে।

রণজয় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর মায়ের কোলে মাথা রেখে একটা বাচ্চ ছেলের মতন কাঁদতে লাগল। তারপর মা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার চুলে।

আনন্দের চোটে গুটুলির চোখেও জল এসে গেল।